# খুনে অভিযুক্ত এমপিদের নিয়ে বিব্রত আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কঠোর মনোভাবকে থোড়াই কেয়ার করে একের পর এক লোমহর্ষক ঘটনার জন্ম দিচ্ছেন সরকারি দলের সাংসদরা। সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি, জমি দখল, কারখানা দখলসহ নানা বিতর্কে জড়িয়ে পড়ছেন তারা। মাদক ও ইয়াবা ব্যবসার অভিযোগ উঠেছে এদের অনেকের বিরুদ্ধে। কেউ কেউ এসব করতে গিয়ে জেলেও গেছেন। সরকারি কর্মকর্তাদের গায়ে হাত দিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির নতুন রেকর্ড গড়ছেন কেউ কেউ। এ সবকিছুকে ম্লান করে কেউ কেউ আবার অভিযুক্ত হয়েছেন নির্মম হত্যাকাণ্ডে। অভিযোগ উঠেছে বর্তমান সংসদের বেশকিছু এমপির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্দেশেই খুন হয়েছেন মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান। দেশ কাঁপানো কয়েকটি নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞে আওয়ামী লীগ এমপিদের জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায় দলটির নির্ধারকরা বিব্রতকরঅবস্থায় পড়েছেন। আওয়ামী লীগের সর্বশেষ কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে এদের লাগাম টেনে ধরার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

প্রতিবেদনটি লিখেছেন **খোন্দকার তাজউদ্দিন**

**শামীম ওসমান**

নারায়ণগঞ্জে নির্মম ৭ খুনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার অভিযোগ

হয়েছে সিদ্ধিরগঞ্জের আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহসভাপতি নূর হোসেনের (বহিষ্কৃত) বিরুদ্ধে। এই নূর হোসেনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক বহুল আলোচিত বিতর্কিত সাংসদ শামীম ওসমান। সাত খুনের ঘটনার পর শামীম ওসমান ও নূর হোসেনের মধ্যে টেলিফোনে কথা হয়। ওই টেলিফোনালাপ মিডিয়ায় প্রকাশ পেলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। এর আগে মেধাবী ছাত্র তুকী হত্যাকাণ্ড নিয়েও শামীম ওসমান বিতর্কিত হন। ওই হত্যাকাণ্ডে তার ভাতিজা আজমেরী ওসমান সরাসরি জড়িত বলে অভিযোগ ওঠে। র‍্যাবের তদন্তে আজমেরীর জড়িত থাকার বিষয়টি উঠে আসে।

আলোচিত ৭ খুনের শিকার কাউন্সিলর নজরুল ইসলাম ও আইনজীবী চন্দন কুমার আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তারা উভয়েই শামীম ওসমানের ঘনিষ্ঠ ছিলেন। র‍্যাব কর্তৃক এ ধরনের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় শামীম ওসমান আরো বেশি বিতর্কিত হয়ে পড়েন। অভিযোগ রয়েছে এমপি শামীম ওসমানের আশীর্বাদপুষ্ট নূর হোসেন ৬ কোটি টাকা র‍্যাবকে দিয়ে এ হত্যাকাণ্ড ঘটান। এ হত্যাকাণ্ডে সরাসরি জড়িত লে. কর্নেল তারেক সাঈদ (অব.)। তিনি বর্তমান সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ও ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার জামাই। অভিযোগ আছে, এ ঘটনায় মায়ার ছেলেও জড়িত রয়েছে। লে. কর্নেল (অব.) তারেক সাঈদ র‍্যাব-১১-এর কমান্ডার হিসেবে এ হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন। তাকে হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সব ধরনের সহায়তা করেন শামীম ওসমানের ডান হাত নূর হোসেন। ফলে ৭ খুনের দায় গিয়ে পড়ে শামীম ওসমানের ওপর। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শামীম ওমসান বলেন, ৭ খুনের সঙ্গে জড়িত র‍্যাব-১১-এর তারেক সাঈদ, মেজর আরিফ ও লে. কমান্ডার এমএম রানা। এদের সহায়তা করেছিল নূর হোসেন। এ খুনের সঙ্গে আমি বা আমার পরিবারের কেউ জড়িত নয়। আর র‍্যাবের তিন কর্মকর্তা এ হত্যার দায় স্বীকার করে আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। নূর হোসেন ভারতে ধরা পড়েছে। কে বা কারা এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

**নিজাম হাজারী**

গত ২১ মে ফেনীর ফুলগাজী উপজেলা চেয়ারম্যান ও থানা আওয়ামী লীগের

সভাপতি একরামুল হক একরামকে গুলি করে, কুপিয়ে ও পেট্রল ঢেলে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। স্থানীয় সাংসদ নিজাম হাজারীর সঙ্গে বিরোধের জের ধরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে। সাংসদ নিজাম হাজারীর আপন মামাতো ভাই আবিদুল ইসলাম আবিদ তার সঙ্গে বৈঠক করে এ হত্যাকাণ্ড ঘটান। একরাম কিলিং মিশনে অংশ নেয় সাংসদ নিজাম হাজারীর সমর্থক ৫০ নেতা ও ক্যাডার। নিজাম হাজারীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শিবলু ও জাহিদ দাঁড়িয়ে থেকে হত্যাকাণ্ডে নেতৃত্ব দেন। তারা হত্যার সময় সাংসদ নিজাম হাজারীর সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন। এই শিবলু হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর ফেনীতেই অবস্থান করেন। তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করার আগে নিজাম হাজারীর সঙ্গে তার বাসায় বৈঠক করেন। বিষয়টি নিয়ে তাকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি জড়িত থাকলে আমার বিরুদ্ধে মামলা হতো। এ হত্যাকাণ্ডে যারা জড়িত তাদের পুলিশ গ্রেফতার করে আদালতে সোপর্দ করেছে।

**ইলিয়াস মোল্লা**

নারায়ণগঞ্জে ৭ খুন ও ফেনীতে একরামকে

পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা শেষ হতে না হতেই গত ১৪ জুন মিরপুরের বিহারি ক্যাম্পে ১০ জনকে পুড়িয়ে হত্যা করার ঘটনা ঘটে। ক্যাম্পের বাসিন্দাদের অভিযোগ, স্থানীয় সাংসদ ইলিয়াস মোল্লার সঙ্গে তাদের বিরোধ চলছিল। নিউ কুর্মিটোলা ক্যাম্প থেকে পাশের রাজু বস্তিতে বিদ্যুৎ সংযোগ নিতে না দেয়ায় ইলিয়াস মোল্লা তার অনুগত যুবলীগ নেতাদের হামলা করার নির্দেশ দেন। ৫ নং ওয়ার্ড যুবলীগ সভাপতি জুয়েল বানা এ হামলায় নেতৃত্ব দেন। তিনি পুলিশের সামনে পেট্রল ঢেলে বিহারি ক্যাম্পে আগুন ধরিয়ে দেন। তবে পল্লবী থানা পুলিশ তাদের সামনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেনি বলে দাবি করে।

বিষয়টি নিয়ে বিহারি ক্যাম্পের বাসিন্দাদের সংগঠন স্ট্যান্ডেড পাকিস্তানিজ জেনারেল রিপ্যাট্রিয়েশন কমিটির (এসপিজিআরসি) চেয়ারম্যান জালাল উদ্দিন ভল্টু বলেন, ১০ জন পুড়িয়ে মারার ঘটনায় এমপি ইলিয়াস মোল্লা জড়িত। তার ইন্ধনে এই ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনার আগে তার লোকজন পাশের রাজু বস্তিতে বিদ্যুৎ না দেয়ায় বিহারিদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়েছিল। বিহারি উচ্ছেদ করে এই জায়গা দখলই তাদের মূল লক্ষ্য। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ইলিয়াস মোল্লা বলেন, আমি বা আমার কেউ এ ঘটনায় জড়িত নয়।

এদিকে এ ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী আসলামকে কিছুদিন আগে মিরপুরে বাসচাপা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ফলে এখন মামলাটির প্রত্যক্ষ কোনো সাক্ষীও নেই। যে কারণে মামলাটির ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

### আমানুর রহমান খান রানা

২০১৩ সালের ১৮ জানুয়ারি টাঙ্গাইলে নির্মম হত্যাকা-ের শিকার হন জেলা

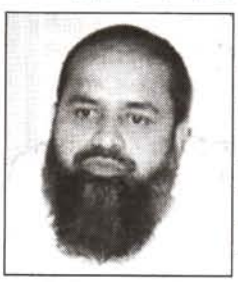

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও মুক্তিযোদ্ধা ফারুক আহমেদ। এ হত্যায় গ্রেফতার হন এজাহারভুক্ত আসামি সন্ত্রাসী আমিনুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আলী।

হত্যা মামলা করার ২০ মাস পর পুলিশ তদন্ত রিপোর্ট দেয়। তাতে স্থানীয় সাংসদ আমানুর রহমান খান রানার জড়িত থাকার বিষয়টি উঠে আসে। তা ছাড়া ঘটনায় তার আরো তিন ভাই পৌর মেয়র সহিদুর রহমান খান মুক্তি, টাঙ্গাইল চেম্বার্স অ্যান্ড কমার্স সভাপতি জাহিদুর রহমান খান কাঁকন এবং ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি সানিয়াত বাপ্পা জড়িত বলে ১৬৪ ধারায় আদালতে জবানবন্দি দেয় মামলার এজাহারভুক্ত দুই আসামি আমিনুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আলী। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংসদ আমানুর রহমান খান রানা বলেন, ফারুক হত্যাকা- নিয়ে ষড়যন্ত্র চলছে। যারা ষড়যন্ত্র করছে তাদের বিচার আল্লাহ করেছে, আরো করবে। অন্যদিকে ফারুকের স্ত্রী নাহার আহমেদ বলেন, 'আমি স্বামী হত্যার বিচার চাই। আমার স্বামীকে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগের নেতারা। পুলিশের তদন্তে জড়িত বিভিন্নজনের নাম বেরিয়ে এসেছে। এমপিসহ তার ভাইয়ের নামও পুলিশি তদন্তেই বেরিয়ে এসেছে। তা ছাড়া আমিনুল ইসলাম ও মোহাম্মদ আলী ১৬৪ ধারায় জবানবন্দিও দিয়েছে। এখন খুনিদের গ্রেফতার ও বিচার চাই আমরা।'

### মিজানুর রহমান মিজান

২০০৯ সালের ১১ জুলাই রাতে খুলনা শহরের মুসলমানপাড়া এলাকায় বাসার

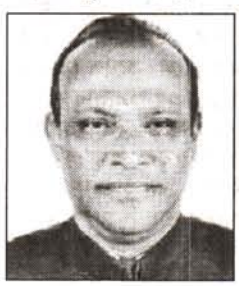

অদূরে সন্ত্রাসীদের গুলিতে নিহত হন যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও খুলনা সিটি করপোরেশনের ২৪ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শহীদ ইকবাল বিথার। ঘটনার পরদিন নিহতের শ্যালক এসএম রফিউর রহমান বাদী হয়ে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীদের আসামি করে খুলনা থানায় মামলা করেন। বিথারের স্ত্রী অধ্যাপক রুনু রেজা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে এই খুনের সঙ্গে জড়িত খুলনা মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ মিজানুর রহমান মিজান বলে দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশ প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। দীর্ঘ ৪ বছর তদন্ত করে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। তাতে সাংসদ মিজানুর রহমান মিজান ও মহানগর যুবলীগের আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট আনিসুর রহমান পপলুসহ ৯ জনকে দায়ী করা হয়।

৫ জানুয়ারির নির্বাচনে মিজান সাংসদ নির্বাচিত হন। তিনি সাংসদ হলে মামলাটি গতি হারায়। স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন, ৫ জনের ৪ জনই তাদের নাম প্রত্যাহার করে নেন। প্রভাব বিস্তার করে সাংসদ মিজান হত্যাকা-ের সম্পূরক চার্জশিট থেকে তার নাম প্রত্যাহার করে নেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে বিথারের স্ত্রী অধ্যাপক রুনু রেজা বলেন, সাংসদ মিজানুর রহমান মিজান এ ঘটনায় জড়িত। অন্যদিকে মিজানুর রহমান মিজানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমি ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলাম। সম্পূরক চার্জশিটে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হয়েছে।

### নূরুন্নবী চৌধুরী শাওন

২০১০ সালের ১৩ আগস্ট খুন হন আওয়ামী লীগ কর্মী মো. ইব্রাহিম। তার

লাশ পাওয়া যায় সংসদ সদস্য নূরুন্নবী চৌধুরী শাওনের গাড়ির মধ্যে। এই খুনে শাওনের লাইসেন্স করা অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। তদন্তে শাওনের গাড়ি, লাইসেন্স করা অস্ত্র ও গুলি ব্যবহারের নমুনা পাওয়া যায়। মামলায় নিহত ইব্রাহিমের স্ত্রী মূল খুনি হিসেবে শাওনকে এজাহারভুক্ত করেন। পরে শাওন নিজেকে মুক্ত করতে দায় চাপান তার গাড়িচালক কামালের ওপর। পরবর্তী সময়ে পুলিশ শাওনকে বাদ দিয়ে কামালকে মূল খুনি হিসেবে চিহ্নিত করে চার্জশিট দেয়। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে নূরুন্নবী চৌধুরী শাওন বলেন, নিহত ইব্রাহিমের স্ত্রী ভুলবশত আমার নাম বলেছিল। পুলিশি তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে এ খুনের সঙ্গে আমার কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

### রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু

২০১১ সালের ১ নভেম্বর বুলেটের আঘাতে নির্মমভাবে নিহত হন সাবেক

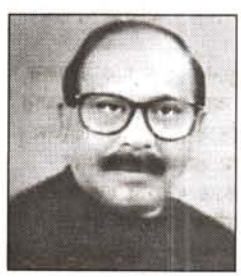

ছাত্রলীগ নেতা, নরসিংদী পৌরসভার জনপ্রিয় মেয়র ও শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক

লোকমান হোসেন। জনপ্রিয় এ আওয়ামী লীগ নেতাকে নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে সন্ত্রাসীরা গুলি করে হত্যা করে। এ হত্যা মামলায় সে সময়ের শ্রমমন্ত্রী রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজুর ছোট ভাই সালাউদ্দিন আহমেদ বাচ্চুকে প্রধান আসামি করা হয়। খুনের সঙ্গে রাজু জড়িত বলে তার গ্রেফতার ও বিচার দাবি করে মিছিল, মিটিং ও সমাবেশ করা হয়। ঘটনার ৮ মাস পর পুলিশ তদন্ত রিপোর্ট দেয়। তাতে রাজুর ছোট ভাই সালাউদ্দিন আহমেদ বাচ্চুসহ ১১ জন এজাহারভুক্ত আসামিকে বাদ দিয়ে অভিযোগ পত্র দায়ের করে পুলিশ। সে সময়ের মন্ত্রী রাজু প্রভাব খাটিয়ে নিজের ছোট ভাইসহ ১১ জনের নাম চার্জশিট থেকে বাদ দেয়াতে সক্ষম হন। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে রাজিউদ্দিন আহমেদ রাজু বলেন, 'আমি কোনো প্রভাব বিস্তার করিনি। পুলিশ তদন্ত করেই প্রধান আসামি থেকে আমার ভাইয়ের নাম বাদ দিয়েছে।'

### শেখ আফিল উদ্দিন

যশোরের সংসদ সদস্য শেখ আফিল উদ্দিনের বিরুদ্ধে নিজ দলীয় কর্মী হত্যায়

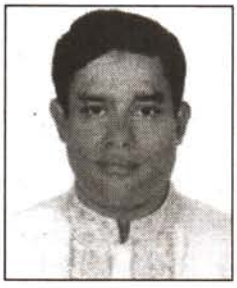

মদদ দেয়ার অভিযোগ উঠেছে। জানা গেছে, ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে শেখ আফিলের প্রতিপক্ষ সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম গ্রুপের নেতা ও গদখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম খুন হন। স্থানীয়ভাবে অভিযোগ করা হয়, এ খুনের ঘটনায় শেখ আফিল উদ্দিনের হাত রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে শেখ আফিল উদ্দিন বলেন, 'এটা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা। প্রতিপক্ষ ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে এটা রটনা দিয়েছে।'

### বিএম মোজাম্মেল হক

গত ১২ অক্টোবর খুন হন শরীয়তপুর জেলার জাজিরা থানার বিলাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক মাতবর। একই ইউনিয়নে বাড়ি স্থানীয় সাংসদ বিএম মোজাম্মেল হকের। গত ৬ বছরে দলীয় অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এই ইউনিয়নে ৬ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। তিন মাস আগে খুন

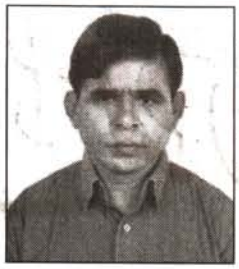

হয়েছেন জাজিরা থানা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহসভাপতি লোকমান হোসেন মাতবর। উভয় খুনের ক্ষেত্রে স্থানীয় সাংসদের মদদ রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। নিহত লোকমান হোসেনের বাবা ডা. সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'আমার সন্তানের খুনের সঙ্গে সাংসদ বিএম মোজাম্মেল পরোক্ষভাবে জড়িত। সব খুনিই তার কাছের লোক।' গত ৬ বছরে এ থানায় আওয়ামী লীগের ১৪ জন নেতা-কর্মী খুন হয়েছে। সাংসদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে এসব খুন হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

জানা যায়, জেলার সাবেক পিপি অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমানের খুনি বাবুল তালুকদার, মন্টু তালুকদার সাংসদের কাছের মানুষ। এসব খুনিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে না। এ বিষয়ে সাংসদ বিএম মোজাম্মেল হক বলেন– এলাকায় গ্রুপিং আছে এটা সত্য, আমি কোনো গ্রুপ করি না। কোনো খুনিকে প্রশ্রয় দিই এটাও ঠিক নয়।

### ডা. এইচ বি এম ইকবাল

আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য ডা. এইচ বি এম ইকবাল। '৯৬-২০০১ মেয়াদে তিনি ছিলেন ঢাকা-১০ (তেজগাঁ-রমনা) এলাকার এমপি। ২০০১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি মির্জা আব্বাসের নেতৃত্বাধীন বিএনপির

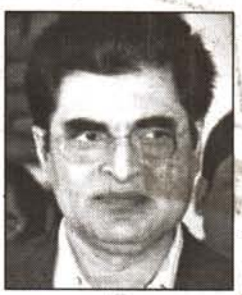

সরকারবিরোধী একটি মিছিল শাহজাহানপুর থেকে আসছিল মৌচাকের দিকে। অন্যদিকে তৎকালীন সরকারদলীয় সাংসদ ডা. এইচ বি এম ইকবালের নেতৃত্বাধীন মিছিল আসছিল মালিবাগে। মালিবাগে দু'পক্ষের মিছিল কাছাকাছি হলে ডা. ইকবালের মিছিল থেকে মির্জা আব্বাসের মিছিলে গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে এক পুলিশ কনস্টেবলসহ ৪ জন মারা যায়। এ ঘটনা নিয়ে পুলিশ বাদী হয়ে একটি মামলা করে। অন্যদিকে যুবদল নেতা মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল বাদী হয়ে আরেকটি মামলা করেন। আলালের মামলায় ডা. ইকবাল, নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন, লিয়াকত, হান্নান, হিমু, আরমান, কিরণ ও আবুল বাশারকে আসামি করা হয়। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ডা. এইচ বি এম ইকবাল বলেন, শুধু হয়রানি করার জন্য আমাকে আসামি করা হয়। আমি ষড়যন্ত্রের শিকার ছিলাম, আজ তা দিবালোকের মতো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

### কঠোর হচ্ছে আওয়ামী লীগ

ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিতর্কিত কর্মকা-ের ফলে সমালোচনার শীর্ষে ছিলেন সরকারদলীয় অনেক এমপি, মন্ত্রী। এই বিতর্কিতদের কারণে আওয়ামী লীগের অনেক অর্জন ম্লান হতে চলেছে। ভোটারবিহীন ৫ জানুয়ারির নির্বাচনে নির্বাচিত অনেক এমপি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছেন। এসব কারণে নারায়ণগঞ্জে ৭ খুন, গজারিয়ায় ৪ খুন, ফেনীতে একরাম হত্যা, পল্লবী, মিরপুরে ১০ বিহারি পুড়িয়ে হত্যা করার মতো ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করছেন দলটির নীতি নির্ধারকরা। এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত এমপিরা এতটাই শক্তিশালী যে, তারা প্রভাব খাটিয়ে মামলার গতিপথ বদলে দিচ্ছেন। মামলার গতি ধীর হয়ে জটিল হয়ে পড়ছে। এসব ঘটনায় সরকারের অর্জিত অনেক সাফল্য ফিকে হয়ে গেছে। বিষয়টি নিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করেছেন। তিনি ইতালি সফরে যাওয়ার আগে গণভবনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটিকে নিয়ে বৈঠকে বসেন। তিনি বিতর্কিত এমপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলেন।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, খুনের দায়ে অভিযুক্ত এমপিদের দল থেকে কোনো ধরনের সহায়তা করা হবে না বলে ঘোষণা দেয়া হয়। পাশাপাশি চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ইয়াবা ব্যবসায় জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হয়। প্রধানমন্ত্রীর কঠোর মনোভাব প্রকাশের পর দুদকের করা মামলায় গ্রেফতার হন দেশের আলোচিত ইয়াবা সম্রাট আবদুর রহমান বদি এমপি। এর আগে দলের গঠনতন্ত্র, নীতি আদর্শ পরিপন্থী কাজ করায় প্রেসিডিয়াম সদস্য ও মন্ত্রী আবদুল লতিফ সিদ্দিকীকে সাংগঠনিক শাস্তির মাধ্যমে অব্যাহতি দেয়া হয়। এতে অনেকের টনক নড়েছে। বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন করা হলে সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, এমপি হলেই যা ইচ্ছা তা-ই করা যাবে, এটা ঠিক নয়। যারা দলের ও সরকারের সুনাম ক্ষুণ্ন করবে, তাদের রেহাই দেয়া হবে না। ■